সংবাদ

তারিখ ... 3 JAN 2010 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

সংঘর্ষে বেহাল জাবি ছাত্রলীগ

১ বছরে অর্ধশত সংঘর্ষ : আহত ১২০ বহিষ্কার ১৫

বামমু আল আমীন, জাবি

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে গত এক বছরে ছাত্রলীগের মধ্যে প্রায় অর্ধশত হামলা-সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এতে ১৫ গুলিবিদ্ধসহ কমপক্ষে ১২০ আহত, ১০ গ্রেফতার ও ১৫ জন বহিষ্কৃত হয়েছে। ১১ মাস ধরে অভ্যন্তরীণ গ্রুপিং-কোন্দলে জর্জরিত প্রায় নেতৃত্বহীন অবস্থায় রয়েছেন সংগঠনের নেতাকর্মীরা। এ সুযোগে ছাত্রদল কর্মীরা ছাত্রলীগে অনুপ্রবেশ করছে। অন্যদিকে শিগগিরই বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় কমিটি হওয়ার আভাস পেয়ে নেতাকর্মীরা আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় পর্যায়ে দৌড়ঝাঁপ চালিয়ে যাচ্ছে বলে জানা গেছে।

২৯ ডিসেম্বরের সংসদ নির্বাচনে বিজয়ী দল আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে মহাজোট সরকার গঠন করার পর ক্যাম্পাস থেকে বিতাড়িত ছাত্রলীগের গ্রুপ ১ জানুয়ারি রাতে ক্যাম্পাসে প্রবেশ করলে ভয়াবহ সংঘর্ষ শুরু হয়। সংঘর্ষ পরবর্তী ১৫, ১৬ ও ১ জানুয়ারি পর্যন্ত বিচ্ছিন্নভাবে চলে। এসময় বিপুলসংখ্যক আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহৃত হয়। এতে ৫ জন গুলিবিদ্ধ আহত হয় কমপক্ষে ৫০ শিক্ষার্থী। সংঘর্ষের পর কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগ বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের কার্যক্রম ৫ মাসের জন্য স্থগিত করে।

এক মাসের মাথায় ১৫, ১৬ ও ফেব্রুয়ারি তুমুল সংঘর্ষ বাধে। এ প্রায় ১০জন গুলিবিদ্ধসহ ৬০-শিক্ষার্থী আহত হয়। এ সময়ও বি পরিমাণ আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করা হ এ সংঘর্ষে বন্দুক ব্যবহারের দ পরবর্তীতে সুমন নামে এক ছাত্র কর্মীকে গ্রেফতার করে স্বীকারে মোতাবেক একটি বন্দুক উদ্ধার হয়। ওই সংঘর্ষের ফলে বিশ্ববিদ্য

বেহাল : পৃ: ২ ক: ৪

বেহাল : জাবি ছাত্রলীগ

(১২ পৃষ্ঠার পর)

ছাত্রলীগের কমিটি বিলুপ্ত ঘোষণা করে কেন্দ্রীয় সংগঠন। ২৬ ফেব্রুয়ারি মওলানা ভাসানী হল থেকে ৩টি রিভলবার ও একটি পাইপগান উদ্ধার করে পুলিশ।

এরপর গত ৩ মার্চ মীর মশাররফ হোসেন হল ছাত্রলীগের দুই গ্রুপের মধ্যে আবারও সংঘর্ষ বাধে। এতে প্রায় ২০ শিক্ষার্থী আহত হয়। এ সময় হলে গণভাকাতির দায়ে ৬ ছাত্রলীগ কর্মীকে গ্রেফতার করে জামিনে মুক্তি দেয়া হয়। সংঘর্ষে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ৬ ছাত্রলীগ কর্মীকে ৬ মাসের জন্য বহিষ্কার করা হয়। ১৫ ও ১৯ মার্চ শহীদ সালাম বরকত হল ও মওলানা ভাসানী হলের ১০ ছাত্রকে শিবির সন্দেহে ব্যাপক মারধর করে ছাত্রলীগ কর্মীরা।

১৯ ও ২০ এপ্রিল মীর মশাররফ হোসেন হল ও মওলানা ভাসানী হলের মধ্যে দুটি সংঘর্ষে ৭-৮ জন নেতাকর্মী আহত হয়। ২৬ এপ্রিল পেশাগত দায়িত্ব পালনকালে আল বেরুনী হলের ক্যান্ডার রাজু গ্রুপের এক জুনিয়র ছাত্রলীগ কর্মী ২ সাংবাদিককে মারধর করে। এ ঘটনায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ২ ছাত্রলীগ কর্মীকে এক মাসের জন্য বহিষ্কার করে।

১৮ জুন শহীদ সালাম বরকত হলের ছাত্রলীগের উজ্জ্বল কর্মী চয়নের নেতৃত্বে ৩-৪জন জুনিয়র কর্মী কামাল উদ্দিন হলের এক সাধারণ ছাত্রকে মেরে ঢাকা থেকে ক্যাম্পাসে আসার সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের বাস থেকে মারধর করে রাস্তায় নামিয়ে দেয়।

৩৩তম ব্যাচের র‍্যাগ অনুষ্ঠানের সময় ৩০ জুন বঙ্গবন্ধু হল ও কামাল উদ্দিন হল ছাত্রলীগের মধ্যে সংঘর্ষে ৫ জন আহত হয়। এসময় ছাত্র সংসদ ভাঙচুর করে ছাত্রলীগ কর্মীরা। এ ঘটনায় নেপথ্যে ভূমিকার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ৪ ছাত্রলীগ নেতাকে বহিষ্কার ও ছাত্রলীগ সন্ত্রাসী জয়ের স্নাতকোত্তর ছাত্রত্ব সাময়িক বাতিল করে।

অক্টোবর মাসে ১৪টি হামলা-সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। এর মধ্যে ২০ অক্টোবর রাতে জুনিয়রদের মাদক সেবনে বাধা দেয়ায় মওলানা ভাসানী হলের এক ছাত্রকে আজগর, জাকির, ইসলাম, সম্রাট মারধর করে।

৩ নভেম্বর গভীর রাতে বঙ্গবন্ধু হলের শামীম, হিমেল, মামুন ও রাজীব এ... হলের ছাত্রলীগ নেতা সামিকে কুপিয়ে জখম করে কেন্দ্রীয় খেলার মাঠে ফেলে রাখে। একইদিন শহীদ সালাম বরকত হলের ছাত্রদল নেতা আল আমীন ও অপূর্বকে মেরে ঢাকা আরিচা মহাসড়কে ফেলে রাখে ওই হলের চয়নসহ কতিপয় জুনিয়র ছাত্রলীগ কর্মী।

বিলুপ্ত ঘোষণার ১০ মাসের মধ্যেও কমিটি না হওয়ায় বর্তমানে ছাত্রলীগের 'চেন অব কমান্ড' ভেঙে পড়েছে। বৈধ নেতৃত্ব না থাকায় সাংগঠনিক কার্যক্রমে স্থবিরতা বিরাজ করছে। এসব হামলা-সংঘর্ষের জন্য কমিটি না থাকাকেই দায়ী করছেন ছাত্রলীগ নেতাকর্মীরা। ক্যাম্পাসে আধিপত্য ধরে রাখতে নেতাকর্মীরা ১৫-২০টি গ্রুপে বিভক্ত হয়ে পড়েছে।

এর মধ্যে আল বেরুনী হলে লিটন, ইমন, মিন্টু-আসাদ, রাজু-সীমান্ত; মোট ৪টি গ্রুপ। মওলানা ভাসানী হলে সাগর-সুমন, স্বপন, ডিকেন-মাহবুব; মোট ৩টি গ্রুপ। মীর মশাররফ হোসেন হলে প্রীতম ও সুজন গ্রুপ। বঙ্গবন্ধু হলে শাফিন-সামি, শরীফ, শামিম; মোট ৩টি গ্রুপ। কামাল উদ্দিন হলে সাম্য ও বাপ্পী গ্রুপ। শহীদ সালাম বরকত হলে পারভেজ-জনি, জাকির-পলাশ, আনন্দ-মাসুম; মোট ৩টি গ্রুপ বেশি সক্রিয় রয়েছে।

ছাত্রলীগের এই অভ্যন্তরীণ গ্রুপিং কোন্দলজনিত দুর্বলতার সুযোগে সত্যিই ছাত্রদল নেতাকর্মীরা ছাত্রলীগে অনুপ্রবেশ করছে বলে ওয়াকিবহাল সূত্র জানিয়েছে। মওলানা ভাসানী হলে সাগরের গ্রুপে এক সিনিয়র নেতাসহ বেশ কিছু জুনিয়র ছাত্রদল কর্মী নব্য ছাত্রলীগ হয়েছে বলে জানা গেছে। ঐ নেতা ছাত্রদলের হল কমিটির পোস্টেট ছিল। ছাত্রদলের অনুপ্রবেশের বিষয়টি স্বীকার করে ছাত্রলীগের একাধিক নেতাকর্মী জানায়, বৈধ নেতৃত্ব না থাকায় এ বিষয়ে কোন ব্যবস্থা নেয়া যাচ্ছে না। এ দিকে ছাত্রলীগের বর্তমান হ-য-ব-র-ল অবস্থার জন্য জাবি শাখার প্রতি কেন্দ্রীয় কমিটির উদাসীনতা ও দায়িত্বহীনতাকে দায়ী করেছেন নেতাকর্মীরা।

এদিকে সাংগঠনিক কার্যক্রমে স্থবির অবস্থা দূর করতে শীঘ্রই বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় কমিটি ঘোষণার আভাস পেয়ে নেতাকর্মীরা আওয়ামীলীগ ও ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় পর্যায়ে দৌড়ঝাঁপ চালিয়ে যাচ্ছে। সেখানেও নেতাকর্মীরা উত্তরবঙ্গ ও গোপালগঞ্জ কোরামে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। সম্ভাব্য কমিটিতে সভাপতি পদে আজিজুর রহমান ও রাশেদুল ইসলাম শাফিনের নাম বেশ জোরেশোরে শোনা যাচ্ছে। সভাপতি পদে আরও যাদের নাম উঠে আসছে তারা হল সুমন, সাগর, সামি ও শামীম। অন্যদিকে সম্ভাব্য সাধারণ সম্পাদক হিসেবে যাদের নাম শোনা যাচ্ছে তারা হল সাম্য, প্রীতম, লিটন ও শফিউল্লাহ সুজন।

ছাত্রলীগ নেতা রাশেদুল ইসলাম শাফিন বলেন, ছাত্রলীগে অনুপ্রবেশ ঠেকাতে অবিলম্বে কমিটি দেয়ার বিকল্প নেই। সংগঠনের প্রতি ত্যাগ, মেধা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে দায়িত্ব আসা উচিত। দায়িত্ব পেলে বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের রাজনীতিতে নতুন ধারার সূচনা করব। ছাত্রলীগের অপর নেতা আজিজুর রহমান 'সংবাদ'কে বলেন, যারা দুঃসময়ে ছাত্রলীগের হাল ধরেছে তাদেরকেই দায়িত্ব দেয়া উচিত।